দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ··· DEC. 1 8 1999
পৃষ্ঠা: ২ কলাম: ৫

সমাবর্তন প্রশ্নে ভিসির বক্তব্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন নিয়া অপ্রীতিকর পরিস্থিতি কি কোনভাবে এড়ানো যাইত? বিবিসি'র পক্ষ হইতে একথা জানিতে চাওয়া হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরীর নিকট। অধ্যাপক চৌধুরী বলেন; ইহা নিয়া কোন বিতর্ক ছিল না। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোন হইতে দেখার কারণে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে। আমাদের সম্মানিত সহকর্মী কয়েকজন শিক্ষক পত্র-পত্রিকায় যে বক্তব্য দিয়াছেন তাহা আদৌ কাম্য ছিল না। তাহারা প্রশ্ন করিয়াছেন, প্রধানমন্ত্রীকে কেন ডক্টরেট ডিগ্রী দেওয়া হইল। (২য় পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

সমাবর্তন প্রশ্নে

(১ম পৃঃ পর)

দুঃখের বিষয় হইতেছে এই যে, তাহাদের উপস্থিতিতে, সকল শিক্ষকের উপস্থিতিতে ১৯৯৮ সালে বার্ষিক সিনেট অধিবেশনে এবং ১৯৯৯ সালের জুনে বার্ষিক সিনেট অধিবেশনে সর্বসম্মতভাবে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নারীর ক্ষমতায়নে, দারিদ্র্য দূরীকরণে, শান্তির সংস্কৃতি সৃষ্টিতে এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণে তাঁহার অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এই অনারারি ডিগ্রীতে ভূষিত করা হউক।

যাহারা এই সমাবর্তন বর্জন করিবেন বলিয়া হুমকি দিয়াছেন বা অন্য ধরনের কর্মসূচীর কথা বলিয়াছেন, তাহারা অভিযোগ করিয়াছেন যে, ডিগ্রী প্রদানের সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক দোষে দুষ্ট। ইহা কি ঠিক? জবাবে অধ্যাপক চৌধুরী বলেন, না, ইহা মোটেই ঠিক নয়। কেননা, এই সিদ্ধান্ত বা প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নয়। সিনেটররাই এই প্রস্তাব সিনেটে উপস্থাপন করিয়াছেন, সিনেটররাই এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন এবং প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাকে প্রশ্ন করা হয়, এতদিন পরে কনভোকেশন হইতেছে, অথচ নাম তালিকাভুক্ত করা গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা খুবই কম। জবাবে ভাইস চ্যান্সেলর বলেন, খুবই কম নয়। কারণ সমাবর্তন হইবে- এরূপ সম্ভাবনাও ছিল না। তাহাছাড়া অনেকেই সার্টিফিকেট তুলিয়া নিয়াছেন। তিনি বলেন, এরূপ পরিস্থিতির কারণেই অতীতে সমাবর্তন হয় নাই

৫০৫